উস্তাদ

কাহিনী

উস্তাদ

কাহিনী

অজিত কৃষ্ণ বসু

অ. কৃ. ব.

KOBI PROKASHANI

ওস্তাদ কাহিনী
অজিত কৃষ্ণ বসু (অ. কৃ. ব.)

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০২৫

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
কবি প্রেস ৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য : ৪০০ টাকা

Ostad Kahini by Ajit Krishna Basu Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205
Kobi Prokashani First Edition: March 2025
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 400 Taka RS: 400 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-95043-0-6

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

আমার প্রিয়তম ছাত্র
এবং প্রিয় গায়ক
সংগীত তাত্ত্বিক ড. অনুপ ঘোষাল
কল্যাণবরেষু
জীবন সায়াহ্নে
বাংলা সংগীত-সাহিত্যে
আমার এই সামান্য সংযোজনটুকু
তোমার হাতে তুলে দিতে পেরে
আমি আনন্দিত।
তোমার সংগীত সাধনা
সার্থক হোক।

ভূমিকা

শৈশবে পূর্ববাংলায় বুড়িগঙ্গার তীরে শুরু হয়েছিল আমার সংগীতজীবন যার অবিরাম ধারা আজও প্রবাহিত, তিন কুড়ি পনেরো বছর পেরিয়ে এসে দ্বিতীয় শৈশবে পশ্চিমবাংলায় গঙ্গার তীরে তারই স্মৃতি রোমন্থনের কিছু কিছু অংশ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করলাম, অনেক কথাই না-বলা থেকে গেল, কারণ বলার কথা যত বেশি, সময় আর কর্মশক্তি তত কম।

আমার লেখাপড়া যেমন মায়ের ঘরোয়া পাঠশালায় খুব অল্প বয়সে শুরু হলেও স্কুলজীবন শুরু হয়েছিল বারো বছর বয়সে (১৯২৪) ছয় নম্বর শ্রেণিতে। তেমনি আমার সংগীতপ্রেম ও সংগীতচর্চা খুব কম বয়সে শুরু হলেও ওস্তাদি গান অর্থাৎ উচ্চাঙ্গ-রাগসংগীতের সঙ্গে প্রথম প্রকৃত পরিচয় ঘটেছিল অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সে (১৯৩৪)।

সংগীত-স্মৃতি-রোমন্থন শুরু করেছিলাম সংগীত-গুরু 'ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ সাহেবে'র স্মৃতি দিয়ে যিনি রাগসংগীতে আমাকে প্রথম অনুপ্রাণিত করে তার অনন্ত মহিমার মহা সমুদ্রের দিকে আমার দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। তার পর অনিবার্যভাবে এসে পড়েছেন আমার সর্বপ্রথম সংগীতগুরু সংগীতাচার্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে এবং সর্বশেষ গুরু সংগীতাচার্য শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী যাঁর অন্তরঙ্গ সাহচর্য এবং স্নেহধন্য তালিম সবচেয়ে বেশিদিন পেয়ে ধন্য হয়েছি আমি। স্নেহাস্পদা প্রকাশিকা এবং সম্পাদিকার আবেদনে এবং গ্রন্থটিকে সম্পূর্ণতা দানের জন্য প্রাসঙ্গিকভাবে আরও অনেক সংগীত-সাধকের কথা এসে পড়েছে। তাঁরা হলেন—

সর্বশ্রী বৈজু বাওরা, নায়ক গোপাল, সংগীতসম্রাট তানসেন, আবদুল করিম খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, বড়ে গুলাম আলি খাঁ, খলিফা বদল খাঁ, কেশর বাঈ কেরকর, হীরাবাঈ বরোদেকর, রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, সাতকড়ি দাস মালাকার, গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্তী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, কুমার শচীন দেব বর্মণ, আলাউদ্দিন খাঁ, আলি আকবর, বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী, রবিশঙ্কর এবং আরও অনেকে।

ঈশ্বর-সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ পথ সংগীত। সেই সংগীতের সুধায় আমার জীবনপাত্র ভরে দিয়েছেন আমার তিনজন স্বর্গীয় সংগীত-গুরু। তাঁদের স্নেহের দান আমি শেষ পারানির কড়িরূপে কণ্ঠে নিয়েছি। তাই জীবন সায়াহ্নে প্রতিদিন বহুবার সাশ্রুনেত্রে তাঁদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে প্রণাম জানাই।

গ্রন্থকার

নিবেদন

সংগীতপ্রেমী সাহিত্যিক অজিত কৃষ্ণ বসু (অ. কৃ. ব.)-র পৈতৃক নিবাস পূর্ববাংলার বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ঢাকা শহরের শ্যামল শোভাময় স্থান। কিন্তু রাজনৈতিক বিপর্যয়ে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাসকালে ঢাকার সেই বিগত দিনগুলোর কথা স্মরণ করেই ঢাকায় ভারতের হাইকমিশন থেকে প্রকাশিত এবং জনাব আহসানউল্লাহ্ কর্তৃক সম্পাদিত 'ভারত বিচিত্রা' মাসিক পত্রে ধারাবাহিকভাবে 'বুড়িগঙ্গার তীরে' শিরোনামে 'ঢাকার স্মৃতি কথা' (subtitle) লিখেছিলেন তেরো কিস্তি। এই স্মৃতিচারণের শেষ ছয়টি কিস্তি (ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ সাহেবের মৃত্যুর পর) ছিল 'ওস্তাদ কাহিনী'। এই কিস্তিগুলো পড়ে অকৃবর প্রিয় ছাত্র (কলকাতা আশুতোষ কলেজ) বিশিষ্ট গায়ক ড. অনুপ ঘোষাল উৎসাহী হয়ে 'ওস্তাদ কাহিনী' গ্রন্থরূপে প্রকাশের কথা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের রাজ্য-সংগীত আকাদেমির সর্বময় কর্তা শ্রীমানস মুখার্জীকে বলায় তিনি গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির থেকে আংশিকভাবে আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করে দিলেন।

আমার গ্রন্থ-প্রকাশ অভিযান শুরু হয়েছিল ১৯৮৭ সালে ৩ জুলাই অ. কৃ. ব.-র জন্মদিনে তাঁর 'খাপছাড়া কবিতা' গ্রন্থটি প্রকাশ করে। আমার অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধেয় ড. অনুপ ঘোষাল ও মানস মুখার্জী প্রমুখের সহযোগিতায় এই গ্রন্থটি প্রকাশেরও দায়িত্ব নিলাম। কর্মে অগ্রসর হয়ে দেখলাম গ্রন্থের কলেবর পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃহৎ হলো, সংযোজিত হলো নতুন নতুন অধ্যায়।

গ্রন্থটি সম্পাদনার দায়িত্ব পালনের প্রতিটি মুহূর্তে নিরলস সাহচর্য পেয়েছি উদীয়মান গায়ক প্রতাপ নারায়ণের কাছ থেকে। ওস্তাদ ভীষ্মদেব সম্পর্কে তথ্যাদি দিয়ে সহায়তা করেছেন তাঁর প্রিয় শিষ্য 'ভারতীয় সঙ্গীত সমাজ' শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ এবং সংগীত-মাসিক 'সুরছন্দা'র সম্পাদক শ্রীনীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীতাচার্য শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিয়েছেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র ও শিষ্য শ্রীমানস চক্রবর্তী। প্রুফ দেখায় সাহায্য করেছেন শ্রীজয়ন্ত মুখোপাধ্যায়। এ ছাড়াও আছে অনেকের পরোক্ষ সাহায্য, তাদের সকলকে আমি শুভ নববর্ষের আন্তরিক ধন্যবাদ অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

সম্পাদনায় এবং মুদ্রণে সামান্য কিছু ত্রুটি থাকলেও আশা করি গ্রন্থটি সংগীতপ্রেমী সুধীজনকে তৃপ্তি দান করবে।

প্রকাশিকা

সূচিপত্র

ওস্তাদ কাহিনী ১১
ওস্তাদ ভীষ্মদেব রহস্য ৮১
অবিস্মরণীয় কৃষ্ণচন্দ্র দে ৯৪
সংগীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তী ১০৯

ওস্তাদ কাহিনী

বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ঢাকা শহর, আমার স্বপ্নের শহর, যেখানে কেটেছে আমার বাল্য, কৈশোর আর যৌবনের অনেক বছর। বুড়িগঙ্গার তীর ছেড়ে ভারত স্বাধীন হওয়ার অনেক আগেই চলে এসেছি গঙ্গার তীরে কলকাতায়, কিন্তু এখনও আমার মন অনেক গোধূলি লগ্নে আর অনেক সন্ধ্যায় বুড়িগঙ্গার তীরে ঘুরে বেড়ায়।

এই বুড়িগঙ্গার তীরে চওড়ার চাইতে অনেক বেশি লম্বা করোনেশন পার্ক, সকালে সন্ধ্যায় বেড়াবার চমৎকার জায়গা। ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এক গোধূলি বেলায় এই করোনেশন পার্কেই ঢাকাবাসী জনসাধারণের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।

আমি তখন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র।

আমার দেহের জন্ম হয়েছিল কলকাতায়, কিন্তু সচেতন মনের জন্ম হয়েছিল বুড়িগঙ্গার তীরে ঢাকা শহরে।

পূর্ববাংলায় উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রধান কেন্দ্র ছিল ঢাকা শহর। তিনজন বিশিষ্ট সংগীত-গুণী কলকাতা থেকে ঢাকা গিয়েছিলেন : শিবসেবক মিশ্র, পশুপতিসেবক মিশ্র এবং ওস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ। সাল ১৯৩২। কিছুদিন বাদে মিশ্র ভ্রাতারা চলে এলেন ঢাকা ছেড়ে। খাঁ সাহেব ঢাকায় থেকে গেলেন। কারণ তাঁর গান মুগ্ধ করল ঢাকার উঁচুদরের সমঝদার সংগীত-পাগল সুধী সমাজকে, খাঁ সাহেবও ভালোবেসে ফেললেন তাঁর খাঁটি দরদী শ্রোতাদের। ঢাকার প্রখ্যাত গাইয়েরা খাঁ সাহেবের সাগরেদ হয়ে তালিম নিতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন নিত্যগোপাল বর্মণ, ঢাকা শহরের সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় গায়ক এবং সংগীত শিক্ষক। বাল্যকালে তিনি কিছুদিন আমার গৃহশিক্ষক ছিলেন, সেই সূত্রে আমি ছিলাম তাঁর স্নেহভাজন। আমি ১৯৩৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. ক্লাসে কিছুদিন পড়ে নাম কাটিয়ে দিয়ে ঐ সালেরই শেষ দিকে ঢাকায় চলে গিয়েছিলাম ক্লাসে আর না পড়ে প্রাইভেট পরীক্ষা দেব বলে।

নিত্যবাবুই আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন খাঁ সাহেবের কাছে। বলেছিলেন একটানা বছর দুয়ের কাছাকাছি যখন থাকবেই ঢাকায়, তখন এত বড় গুণী ওস্তাদের তালিম পাবার সুযোগ ছেড়ো না। নবাবপুর রোডের মুকুল থিয়েটার নামক সিনেমা হল সংলগ্ন একটি একতলা ঘরে খাঁ সাহেব শিষ্যদের তালিম দেবেন।

বাল্যকাল থেকে কিছু কিছু সংগীত চর্চা করতাম। তাই এ বিদ্যায় কিছুটা অগ্রসর ছিলাম। ১৯২০ সালে আট বছর বয়সে কিছুদিন কলকাতায় মাতাসহ ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগ মহাশয়ের ভবনে ছিলাম। তখন মুখোমুখি প্রতিবেশী অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে আমার গান শুনে খুশি হয়ে আমাকে ডাকিয়ে নিয়ে দুটি গান শিখিয়েছিলেন : 'হবি হে, বিপদভঞ্জন তব নাম' (কীর্তনাঙ্গ) এবং 'আমার সাধের তরী হে মুরারি ভাসে অকূলে' (জৌনপুরী)। আমাকে নিয়মিত তালিম দিয়ে তৈরি করার বাসনা তিনি প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু আমি ঢাকায় পৈর্তৃক ভবনে ফিরে যাওয়ায় সে সুযোগ আমি নিতে পারিনি, সুযোগের মূল্য বুঝবার মতো বুদ্ধিও তখন আমার ছিল না। আমাকে পেয়ে খুশিই হলেন খাঁ সাহেব, বিশেষ করে যখন নিত্যবাবুর মুখে শুনলেন আমি এম. এ. পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছি, সুতরাং এলেমদার ব্যক্তি।

কোনো ওস্তাদের কাছে এর আগে তালিম নিইনি। রীতিমতো নাড়া বেঁধে খাঁ সাহেবের সাগরেদ হয়ে গেলাম। তিনি কিছুদিন ইমন রাগের সরগম সাধিয়ে তারপর এই রাগের একটি খেয়াল গান দিলেন :

'এরি আলি পিয়া বিন সখি
কল ন পড়ত মোহে
ঘড়ি পলছিন দিন।
যবসে পিয়া পরদেস গওয়ন কিন
রাতিয়া কাটত মোহে
তাবে গিন গিন।'

অতি সুন্দর গায়কী খাঁ সাহেবের ঘরানার। গানটির চাল আমাকে মুগ্ধ করল। এই গান আমি আগেও অনেক শুনেছি বিভিন্ন গায়ক-গায়িকার মুখে, মনে হয়েছে, নিতান্তই মামুলি, বিশেষ আকর্ষণ কিছু নেই এ গানে। কিন্তু গুল মহমম্মদ খাঁ সাহেবের কণ্ঠে এই আপাত সাধারণ গানই অসাধারণ হয়ে উঠল।

গানটি একটি বিরহিনী নারী জবানীতে। সে তার এক সখিকে বলছে, 'ওগো সখি, আমার প্রিয় বিহনে সারা দিনে যেন আর সময় কাটতে চায় না। প্রিয় যখন থেকে পরদেশে চলে গেছে, আমার সারা রাত কাটছে কেবল আকাশের তারা গুণে গুণে।'

গানটি কার রচনা জানি না। সম্ভবত কোনো বিখ্যাত কবির নয়, কোনো ওস্তাদ গায়কের বা গায়িকার। কিন্তু বিরহ যন্ত্রণা উপশমের জন্য আকাশের তারা গোনার কল্পনায় কবিত্ব আছে, এ কথা স্বীকার করতেই হবে, অন্তত আমি করি, কল্পনার চোখের সামনে তারায় ভরা আকাশের সুন্দর একটি ছবি ফুটে ওঠে। খাঁ সাহেবের